ঈশ্বর নম্রদের ব্যবহার করেন

(God Uses the Humble)

লূক লিখিত সুসমাচার ১ অধ্যায় ৪৬-৫৬ পদ

বাইবেলের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে যীশুর মা মরিয়ম হল এমন একটি চরিত্র, যার বিষয় আমরা প্রায়ই ভুল ধারণা পোষণ করে থাকি। মরিয়ম সম্বন্ধে ক্যাথলিক এবং প্রটেস্টান্টদের মধ্যে সম্পূর্ণ বিপরীত দুটি চিন্তার কথা আমরা জানি। ক্যাথলিকরা যেখানে মরিয়মের ভূমিকাকে অকারণে উচ্চীকৃত করে, তখন প্রটেস্টান্টরা তার গুরুত্বকে অনেক সময় অবহেলা করে থাকে। পোপ ৯ম পায়াসের বক্তব্য অনুসারে, *"ঈশ্বর মরিয়মের কাছে এই উদ্দেশে সমস্ত উত্তম বিষয়ের ধনভাণ্ডার সমর্পণ করেছেন, যেন তাঁর মাধ্যমে আমরা সমস্ত আশা, সমস্ত অনুগ্রহ, এবং সমস্ত পরিত্রাণ লাভ করি।"* আবার পোপ ১২শ পায়াসের কথানুসারে, *"ঈশ্বরের ইচ্ছা হল, আমরা কিছুই লাভ করতে পারি না, যদি-না তা মরিয়মের হাতের মাধ্যমে আমাদের কাছে এসে থাকে . . . আশীর্বাদধন্য কুমারী মরিয়মকে রাণী বলে সম্মোধন করতে হবে, কেবল তাঁর স্বর্গীয় মাতৃত্বের জন্য নয়, কিন্তু যেহেতু ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে আমাদের পরিত্রাণে তাঁর মহান অংশ আছে . . . পাপ থেকে আমাদের মুক্তিতে মরিয়ম সহ-কার্যকারী।"* সমসাময়িক ক্যাথলিকরা যে কাজ করে চলেছে, তাতে মরিয়মকে এই বলে ঘোষণা করতে চেষ্টা করা হচ্ছে: *"মরিয়ম হল সহ-মুক্তিদাতা, সমস্ত অনুগ্রহের মাধ্যম, এবং ঈশ্বরের সন্তানদের পক্ষে উকীল।"*

ক্যাথলিকদের কোনও প্রকার হেয়জ্ঞান করার ইচ্ছা যদিও আমার নেই, কিন্তু বাইবেলের স্পষ্ট শিক্ষানুসারে, আমাদের পাপ থেকে মুক্তিতে মরিয়মের কোনও ভূমিকাই নেই। ক্রুশের উপর থেকে যীশুর যে রক্ত পতিত হয়েছিল, কেবল তার দ্বারাই আমরা আমাদের পাপ থেকে মুক্তি পাই এবং আমাদের পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কের যোগসূত্র (প্রবেশাধিকার) লাভ করি। মরিয়ম কখনও আমাদের পাপ থেকে পরিত্রাণে সহ-মুক্তিদাতা বা আমাদের পক্ষে উকীল, বা সমস্ত অনুগ্রহের মাধ্যম, বা ঈশ্বর ও আমাদের মধ্যে মধ্যস্থ নয়। মরিয়মেরও, আপনার ও আমার মতো, নিজের পাপের ক্ষমা লাভের প্রয়োজন ছিল। এমন কোনও বাইবেলভিত্তিক যুক্তি নেই, যার দ্বারা আমরা প্রমাণ করতে পারি যে, মরিয়ম নিষ্পাপ ছিল, বা সে চিরস্থায়ী কুমারীত্বের অধিকারী ছিল, বা সে সশরীরে স্বর্গে গেছিল। পরিবর্তে, নতুন নিয়মে স্বয়ং যীশুর কথা থেকে আমরা মরিয়ম সম্বন্ধে সঠিক ধারণা লাভ করতে পারি। লূক ১১:২৭-২৮ পদে বলা হয়েছে, ***"তিনি এই সমস্ত কথা বলছেন, এমন সময় ভিড়ের মধ্য থেকে কোনও একটি স্ত্রীলোক উচ্চৈস্বরে তাঁকে বলল, ধন্য সেই গর্ভ, যা আপনাকে ধারণ করেছিল, আর সেই স্তন, যার দুধ আপনি পান করেছিলেন।"*** যীশু কিন্তু তাঁকে যে ভোঁতা উত্তর দিয়েছিলেন, তা হল, ***"কিন্তু বরং ধন্য তারাই, যারা ঈশ্বরের বাক্য শুনে পালন করে।"*** আবার পৌলের লেখাকে যখন আমরা চিন্তা করি, তখন দেখতে পাই যে, গালাতীয় ৪:৪ পদ ছাড়া পৌল কোথাও মরিয়মের বিষয় উল্লেখ করেনি, কিন্তু সেখানেও তার নাম উল্লেখ করেনি: ***"কিন্তু কাল সম্পন্ন হলে ঈশ্বর নিজের কাছ থেকে নিজের পুত্রকে প্রেরণ করলেন, তিনি স্ত্রীজাত, ব্যবস্থার অধীনে হলেন।"***

অন্যদিকে, প্রটেস্টান্টরা মরিয়মের গুরুত্বকে অহেতুক অবহেলা করে থাকে। কিন্তু বাইবেল আমাদের পরিষ্কার শিক্ষা দেয় যে, মানব জাতির পরিত্রাণার্থে ঈশ্বরের পরিকল্পনায় মরিয়ম একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। তাই, আমরা যদি মরিয়মের গুরুত্বকে অস্বীকার করি, তাহলে আমরা নিজেদেরকে আত্মিক আশীর্বাদ থেকে দূরে রাখব। ক্যাথলিক পরম্পরা মরিয়মকে অকারণে উচ্চীকৃত করার কারণে, প্রটেস্টান্ট আমরা যেন তাদের প্রতি প্রতিযোগিতামূলক আচরণের বশে মরিয়মের জীবন থেকে শিক্ষনীয় বিষয়কে দূরে সরিয়ে না রাখি। আজ আমরা যে অংশ পাঠ করেছি, সেখানে মরিয়মের সঙ্গীত থেকে আমরা যে শিক্ষা লাভ করতে পারি, তা হল, আমরা যখন নিজেদের নত করি, তখন প্রভু আমাদের ব্যবহার করে থাকেন। তাই আসুন, আমরা মরিয়মের আচরণ থেকে শিখি: যদিও সে আমাদেরই মতো একজন সাধারণ মানুষ ছিল, কিন্তু ঈশ্বর তাকে ব্যবহার করেছিলেন, যেমন তিনি আমাদেরও ব্যবহার করতে চান।

ক। মরিয়মের এই গানের প্রেক্ষাপট

যে পরিস্থিতির মধ্যে মরিয়ম ঈশ্বরের প্রশংসার্থে এই

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

গান গেয়েছিল, আসুন, আমরা প্রথমে তা উপলব্ধি করতে চেষ্টা করি। এর আগে আমরা দেখেছি, ঈশ্বরের দূত গাব্রিয়েল মরিয়মকে দেখা দিয়ে বলেছে, *"অয়ি মহানুগৃহীতে, মঙ্গল হোক, প্রভু তোমার সহবর্তী।"* গাব্রিয়েলের এই কথার অর্থ এই নয় যে, মরিয়ম অন্যদের প্রতি অনুগ্রহ দান করতে পারে। তার পরিবর্তে এখানে যে কথা বলা হয়েছে, তা হল, আমরা যেমন ঈশ্বরের অনুগ্রহ পেয়েছি, মরিয়মও তেমনই ঈশ্বরের কাছ থেকে মহান-অনুগ্রহ লাভ করেছে। ঈশ্বরই আমাদের একমাত্র অনুগ্রহ দানকারী। যাইহোক, মরিয়ম ঈশ্বরের যে মহান-অনুগ্রহ পেয়েছিল, তার মাধ্যমে কুমারী হওয়া সত্ত্বেও সে পবিত্র আত্মার শক্তিতে মা হতে চলেছে, এবং তার গর্ভে যে সন্তান জন্মাবে, তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলা যাবে (৩৫-৩৬ পদ)। গাব্রিয়েলের এই কথা যুক্তি দ্বারা গ্রহণ করা যদিও মরিয়মের পক্ষে খুবই কঠিন ছিল, তথাপি আমরা মরিয়মকে বিশ্বাসে তা গ্রহণ করতে দেখি, যখন সে গাব্রিয়েলকে এমন কথা বলেছিল, *"আমি প্রভুর দাসী, আপনার বাক্যানুসারে আমার প্রতি ঘটুক"* (৩৮ পদ)। এরপর মরিয়ম তাড়াতাড়ি নাসরৎ থেকে যিহূদার উদ্দেশে পদযাত্রা শুরু করে। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে মরিয়ম ইলীশাবেৎ-এর সঙ্গে দেখা করতে যায়, কারণ ইলীশাবেৎই হল একমাত্র ব্যক্তি, যে মরিয়মের পরিস্থিতি সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারবে (কারণ সে-ও তার বৃদ্ধ বয়সে অলৌকিকভাবে মা হয়েছে)। মরিয়ম যখন ইলীশাবেৎ-এর কাছে এসে মঙ্গলাবাদ করল, তখন ইলীশাবেৎ-এর গর্ভে শিশু যোহন আনন্দে নেচে উঠল। ইলীশাবেৎও পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করল যে, মরিয়মের গর্ভে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করতে চলেছে, সে ইলীশাবেৎ-এর প্রভু *(আমার প্রভুর মাতা আমার কাছে আসবেন, আমার এমন সৌভাগ্য কোথা থেকে হল?)*। সেইসঙ্গে ইলীশাবেৎ আরও বলল, *"আর ধন্য সে, যে বিশ্বাস করেছে যে, প্রভু তাকে যা যা বলেছেন, তা সিদ্ধ হবে"* (৪৫ পদ)। ইলীশাবেৎ-এর মুখ থেকে এই কথা শুনে মরিয়মের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হল এবং সমস্ত ভয় বা সন্দেহ দূর হল। আর তার অন্তরআত্মা আনন্দে ঈশ্বরের প্রশংসায় এই গান গাইতে শুরু করল।

মরিয়মের এই গানের বিষয়বস্তুর প্রতি যখন আমাদের দৃষ্টি দিই, তখন আমরা কয়েকটি সত্য উপলব্ধি করি। **প্রথমত**, মরিয়ম তার পরিস্থিতিকে বাইবেলের দৃষ্টিকোন্ থেকে উপলব্ধি করেছিল। পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন জায়গা থেকে, বিশেষত গীতসংহিতা এবং ১শমূয়েল ২ অধ্যায়ের হান্নার সঙ্গীত থেকে একাধিক উদ্ধৃতি আমরা মরিয়মের এই গানের মধ্যে পাই। মরিয়মের এই গান কেবল আনন্দের বহিঃপ্রকাশ নয়, কিন্তু এর প্রতিটি কথার মাধ্যমে বাইবেলের সঠিক শিক্ষা ফুটে উঠেছে। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, ছোটবেলা থেকেই মরিয়ম বাইবেলের শিক্ষা কেবল লাভ করা নয়, সে নিজে তা অধ্যয়ন করেছে এবং মুখস্থ করেছে (২তীমথিয় ৩:১৫)। **দ্বিতীয়ত**, ঈশ্বর কী করেছেন এবং আগামীদিনে তাঁর পুত্রের মাধ্যমে তিনি কী করতে চলেছেন, তা এই গানের মধ্যে ফুটে উঠেছে। একবারের জন্যও মরিয়ম নিজের কৃতিত্ব দাবি করেনি। পরিবর্তে, তার নিজের পাপ স্বীকার করে ঈশ্বরকে সে তার পরিত্রাতা বলে সম্মোধন করেছে (৪৭ পদ)। **তৃতীয়ত**, নিজের উত্তমতার পরিবর্তে মরিয়ম ঈশ্বরের মহানতা বা শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করেছিল। ঈশ্বর যে কত মহান, সেই উপলব্ধি থেকেই মরিয়ম বিনম্রভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে নিজেকে উৎসর্গ করেছিল। অর্থাৎ, আমরা মরিয়মের এই গানকে মরিয়মের জীবনের সাক্ষ্য বলতে পারি, যেখানে আত্মগৌরবের পরিবর্তে কেবল ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা ও মহত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

খ। মরিয়মের এই গানের বিষয়বস্তু

মরিয়মের এই গানে আমরা ৪টি স্তবক *(stanza/strophe)* দেখতে পাই। আমরা একটি একটি করে স্তবকগুলি ব্যাখ্যা করব।

(১) প্রথম স্তবক- ঈশ্বরের গৌরব কীর্তন (৪৬-৪৮ পদ): ঈশ্বর মরিয়মের জীবনে যা করেছেন, তার জন্য মরিয়মের হৃদয় আনন্দে উপচিয়া পড়ছে। তাই, মরিয়ম তার অন্তরের আভ্যন্তরীণ উপলব্ধিকে মুখের কথার দ্বারা প্রকাশ করে বলেছে, *"আমার প্রাণ প্রভুর মহিমা কীর্তন করছে,"* যার অর্থ মরিয়মের প্রাণ ইয়াওয়ে ঈশ্বরের মহত্ব ঘোষণা করছে। মরিয়ম এই কাজ আনন্দ সহকারে, প্রবল আগ্রহ সহকারে করছে, কেউ তাকে জোর করে বা ভয় দেখিয়ে তা আদায় করছে না; কারণ মরিয়ম বলছে, *"আমার আত্মা আমার ত্রাণকর্তা ঈশ্বরে উল্লাসিত হয়েছে"* (৪৭ পদ)। আমরা যখন ঈশ্বরের গৌরব করি, তাঁর প্রশংসা গান করি, তখন কি আমরা স্বেচ্ছায় আনন্দ সহকারে তা করে থাকি, না-কি, অন্যদের কথা চিন্তা করে, চক্ষুলজ্জার ভয়ে সেই গান করি? মরিয়ম এখানে ঈশ্বরকে নিজের ত্রাণকর্তা বলে বর্ণনা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

করেছে। পুরাতন নিয়মে যদিও ত্রাণকর্তার অর্থ পাপ থেকে উদ্ধারের পাশাপাশি রোগ-যন্ত্রণা, মৃত্যু, বা শত্রুদের থেকে উদ্ধারকেও নির্দেশ করে। তথাপি, মরিয়মের গর্ভে যে সন্তান জন্মাবে, তাঁর নাম 'যাশু' রাখতে বলা হয়েছে (৩১ পদ); এবং এর থেকে এখানে মরিয়মের এই কথার মধ্যে পাপ থেকে উদ্ধারকারী হিসাবে ঈশ্বরকে চিন্তা করতে কোনও অসুবিধা নেই। আমরা যখন তাঁর গৌরব-কীর্তন করি, তখন কি সত্যিই তাঁকে পরিত্রাতা হিসাবে স্বীকার করে, কৃতজ্ঞতায় তাঁর গান করি, না-কি, আমাদের গানের গলার গর্ব করতে গান করি?

৪৮ পদে মরিয়ম তার এই আনন্দ সহকারে ঈশ্বরের গৌরব-কীর্তনের কারণের কথা বলেছে, ***"কারণ তিনি নিজ দাসীর নিচ অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন; কেননা দেখ, এই অবধি পুরুষপরম্পরা সকলে আমাকে ধন্য বলবে।"*** এই কথার দ্বারা মরিয়ম আত্মগৌরব নয়, কিন্তু নিজের অযোগ্যতা, তথা নিজের সামান্য পরিস্থিতিকে স্বীকার করে বলেছে, সে যদিও আর পাঁচ জনের মতো সামান্য স্ত্রীলোক ছিল, কিন্তু ঈশ্বর তাকে তাঁর পরিকল্পনায় মনোনীত করেছেন (গীত ১৩৬:২৩; ৩৪:১৫)। মরিয়ম যে এখানে নিজের 'নিচ অবস্থার' কথা বলেছে, তার দ্বারা সেই সময় রোমীয়দের দ্বারা অধিকৃত প্যালেস্টাইনের সামান্য গ্রাম নাসরতে একটি দরিদ্র পরিবারের সন্তান হিসাবে বা একজন সামান্য ছুতোরের স্ত্রী হিসাবে নিজেকে বর্ণনা করেছে। যোষেফ ও মরিয়মের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যে খুব একটা ভালো ছিল না, তা আমরা বুঝতে পারি, যখন আমরা যীশুর জন্মের পর তাদেরকে জেরুশালেম মন্দিরে গিয়ে এক জোড়া কপোত উৎসর্গ করতে দেখি (২:২৪)। আমরা যদি-না আমাদের নিজেদের পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন করি, আমরা কখনও ঈশ্বরের মহত্বকে উপলব্ধি করতে পারি না। মরিয়ম নিজের নিচ অবস্থাকে স্বীকার করেছিল, তাই সে আনন্দ সহকারে সেই ঈশ্বরের প্রকৃত গৌরবকীর্তন করেছিল।

এখানে, মরিয়ম যে তাকে ধন্য বলার কথা বলেছে, তার অর্থ এই নয় যে, ঈশ্বর বিশ্বাসী সমস্ত প্রজন্ম মরিয়মকে আরাধনার পবিত্র ব্যক্তি হিসাবে স্বীকার করবে; পরিবর্তে অযোগ্য, সামান্য রমনী মরিয়মের প্রতি কৃপাদৃষ্টি প্রদর্শন করার কারণে লোকেরা মরিয়মের ন্যায় ঈশ্বরের গৌরব করবে, কারণ মরিয়ম যা পাবার যোগ্য ছিল না, এমন সম্মান তিনি তাকে দিয়েছেন। মরিয়মের কাছ থেকে এই নম্রতা শেখার প্রয়োজন আমাদের প্রত্যেকের আছে (সেরা বাঙালী ২০১৩ অনুষ্ঠানে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তর নতজানু হয়ে প্রণাম)।

(২) দ্বিতীয় স্তবক- ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা-স্বীকার (৪৯-৫০ পদ): গীত ৭১:১৯ পদের ন্যায়, তার প্রতি ঈশ্বরের মহৎ মহৎ কাজকে, মরিয়ম এখানে ফিরে দেখেছে, ***"কারণ যিনি পরাক্রমী, তিনি আমার জন্য মহৎ মহৎ কাজ করেছেন, এবং তাঁর নাম পবিত্র। আর যারা তাঁকে ভয় করে, তাঁর দয়া তাদের পুরষপরম্পরায় বর্তে।"*** এখানে পরাক্রমী বলতে ইয়াওয়ে ঈশ্বরকেই নির্দেশ করা হয়েছে। ঈশ্বর তাঁর পরাক্রমে কুমারী মরিয়মকে খ্রীস্টের মাতা করতে চলেছেন। জগৎ যা কখনও কল্পনা পর্যন্ত করতে পারে না, তিনি তা আপন পরাক্রমে সাধন করতে চলেছেন। কিন্তু সেই পরাক্রমী ঈশ্বর তাঁর সেই ক্ষমতায় যা-ইচ্ছা-তাই করেন না; তিনি পবিত্র। আর তাই তিনি সর্বদা তাঁর ধার্মিকতা, তথা ন্যায়বিচার রক্ষা করে প্রতিটি কাজ করে থাকেন। আমাদের ঈশ্বর যদি পবিত্র বা ধার্মিক না হয়ে কেবল পরাক্রমী হতেন, তাহলে আমাদের জীবন দূর্বিসহ হয়ে উঠত। কিন্তু তিনি একাধারে পরাক্রমী ও পবিত্র। মরিয়ম হয়ত গীত ২৪:৮ পদ মুখস্থ রেখেছিল, যেখানে এমন কথা বলা হয়েছে, ***"সেই প্রতাপের রাজা কে? পরাক্রমী ও বীর সদাপ্রভু, যুদ্ধবীর সদাপ্রভু।"***

কিন্তু কেবল পরাক্রম নয়, মরিয়ম এখানে প্রভুর দয়ার কথাও উল্লেখ করেছে। মরিয়মের এই কথার সঙ্গে আমরা গীত ১০৩:১৭ পদের যথেষ্ট মিল দেখতে পাই, ***"কিন্তু সদাপ্রভুর দয়া, যারা তাঁকে ভয় করে, তাদের উপরে অনাদিকাল অবধি অনন্তকাল পর্যন্ত থাকে।"*** এখানে দয়ার *(mercy)* মাধ্যমে, মরিয়ম ঈশ্বরের সেই বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছে, যা তিনি শাস্তি পাবার যোগ্য আমাদের প্রতি প্রদর্শন করেছেন। পাপের কারণে আমরা সবাই যখন বিনষ্ট হবার যোগ্যপাত্র ছিলাম, তখন আমরা যারা তাঁকে ভয় করি, বিশ্বাস করি, তিনি তাদের থেকে এই শাস্তিকে পৃথক করেছেন (তার জন্য তাঁকে মূল্য দিতে হয়েছে, সেই শাস্তি তিনি তাঁর নিজের একমাত্র পুত্রের প্রতি চাপিয়েছেন)। আমরা কি আমাদের প্রতি প্রভুর এই দয়ার অর্থ উপলব্ধি করেছি? এখানে আরও বলা হয়েছে যে, প্রভুর এই দয়া আমাদের প্রতি পুরুষপরম্পরায় বর্তে। আমরা কি আমাদের সন্তানদের কাছে প্রভুর এই দয়ার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে চলেছি?

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

(৩) তৃতীয় স্তবক- ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের স্তুতি (৫১-৫৩ পদ): ৪৯ পদে মরিয়ম যে কথা বলেছিল, *"যিনি পরাক্রমী, তিনি আমার জন্য মহৎ মহৎ কাজ করেছেন,"* এখানে সেই কথার প্রেক্ষিতে ইতিহাসে ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের কাজকে বর্ণনা করা হয়েছে। একদিকে তিনি যেমন অহঙ্কারীদের দমন করেছেন, অন্যদিকে তিনি পিছিয়ে-পড়া মানুষদের সাহায্য করেছেন: *"তিনি নিজের বাহু দ্বারা বিক্রম-কাজ করেছেন; যারা নিজেদের হৃদয়ে অহঙ্কারী, তাদেরকে তিনি ছিন্নভিন্ন করেছেন। তিনি বিক্রমীদের সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিয়েছেন, ও নিচদের উন্নত করেছেন। তিনি ক্ষুধার্তদের উত্তম উত্তম দ্রব্যে পূর্ণ করেছেন, এবং ধনবানদের খালিহাতে বিদায় করেছেন।"*

এখানে ঈশ্বরের বাহু বলতে ঈশ্বরের শক্তি ও ক্ষমতাকে নির্দেশ করা হয়েছে। পাপপূর্ণ জগতের প্রতি ঈশ্বরের ন্যায়বিচারকে মরিয়ম এইভাবে বর্ণনা করেছে: **অহঙ্কারীদের** ছিন্নভিন্ন করেছে, **বিক্রমীদের** নিচে নামিয়েছে, **ধনবানদের** খালিহাতে বিদায় করেছে। কিন্তু অন্যদিকে, ঈশ্বরের ন্যায়বিচার তাঁর নিজের সন্তানদের প্রতি এইভাবে প্রকাশ পেয়েছে: **নিচদের** উন্নত করেছে, **ক্ষুধার্তদের** উত্তম উত্তম দ্রব্য দিয়েছে। ধরা যেতে পারে, মরিয়ম যখন এই কথা বলেছে, তখন সে ইতিহাসের পাতা থেকে ঈশ্বরের এই ন্যায়বিচারকে স্মরণ করেছে এবং এই বলে আনন্দ করেছে যে, ঈশ্বরের সেই ন্যায়বিচার কেবল ইতিহাসের পাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তা সে নিজে লাভ করেছে। কিন্তু কেবল অতীতের ঘটনাকে স্মরণ করা নয়, মরিয়মের এই কথার মধ্যে আগামীদিনে ঈশ্বর তাঁর পুত্রের মাধ্যমে যে কাজ করতে চলেছেন, সে বিষয়ে ভাববাণী হিসাবেও আমরা মরিয়মের কথাকে চিন্তা করতে পারি।

সেইদিক থেকে আমরা যে সত্য উপলব্ধি করতে পারি, তা হল, আমরা যা চোখে দেখি তা সব সময় চূড়ান্ত নয়। ঈশ্বর পুত্র নিজে যখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তখন ক্ষমতাবানরা, ধনবানরা, গর্বমনারা তাঁকে বর্জন করেছিল; কিন্তু তিনি নিচদের উন্নত করেছিলেন, ক্ষুধার্তকে পূর্ণ করেছিলেন। তিনি আজও একই কাজ করে চলেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, আমরা কাদের দলে: ক্ষমতাবান, ধনবান, গর্বমনাদের দলে, না-কি, মরিয়মের মতো নত-নম্র, নিচ, ক্ষুধার্তদের দলে? মরিয়ম নিজেকে ধন্য বলার দ্বারা তার গর্ব নয়, কিন্তু নম্রতার প্রকাশই রেখেছে। কারণ গর্ব হল, ঈশ্বরের উপহারকে বর্জন করা, কিংবা ঈশ্বর আমাদের জীবনে যা করেছেন, তার জন্য নিজেদের কৃতিত্ব দাবি করা। পরিবর্তে নম্রতা হল, ঈশ্বরের উপহার গ্রহণ করা ও তা ঈশ্বরের গৌরবে ও সেবায় ব্যবহার করা। এই বৈশিষ্ট্য আমরা মোশি (যাত্রা ৩:১১), যিহোশূয় (যিহো ৫:১৪), গিদিয়োন (বিচার ৬:১৫), দায়ূদ (১শমূ ১৮:১৮), যিশাইয় (যিশা ৬:৫), প্রভৃতির মধ্যে দেখতে পাই।

(৪) চতুর্থ স্তবক- চুক্তি পূর্ণকারী ঈশ্বরের গৌরব (৫৪-৫৫ পদ): ঈশ্বর তাঁর বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে তাঁর যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছেন, তাকে মরিয়ম ইস্রায়েলের সঙ্গে ঈশ্বরের চুক্তির পরিণাম হিসাবে ব্যাখ্যা করেছে: *"তিনি আপন দাস ইস্রায়েলের উপকার করেছেন, যেন, আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি উক্ত নিজের কথানুসারে অব্রাহাম ও তাঁর বংশের প্রতি চিরতরে করুণা স্মরণ করেন"* (৫৪-৫৫ পদ)। যাত্রা ৪:২২ পদে ইস্রায়েলকে ঈশ্বরের পুত্র, তাঁর প্রথমজাত বলা হয়েছে। মরিয়মের প্রতি ঈশ্বর এই সময় যে কাজ করেছেন, তা তাঁর কোনও নিয়ম-বিরুদ্ধ কাজ নয়; পরিবর্তে যা তিনি ইস্রায়েলের প্রতি, তাঁর চুক্তির প্রজাদের প্রতি এতকাল করে এসেছেন, তারই পুনরাবৃত্তি। আদি ১২:২-৩ পদে ঈশ্বর অব্রাহাম ও তাঁর বংশের প্রতি বলেছিলেন, *". . . তোমাতে ভূমণ্ডলের যাবতীয় গোষ্ঠী আশীর্বাদ পাবে।"* (আরও আদি ১৮:১৮; ২২:১৮ দেখুন)। ঈশ্বরের অনুগ্রহ সিংহাসন থেকে তাঁর এই দয়া ধারাবাহিকভাবে আমাদের প্রতি বয়ে চলেছে। আর তাই আজ যতজন ঈশ্বরের সার্বভৌম অনুগ্রহের দ্বারা ও ঈশ্বর-দত্ত বিশ্বাসের মাধ্যমে যীশুকে তাদের প্রভু ও পরিত্রাতা বলে স্বীকার করে, তারা প্রত্যেকে এই আশীর্বাদ ভোগ করে চলেছে।

সেদিন মরিয়ম তার বিশ্বাস ও বাধ্যতার দ্বারা যেমন তার নিজের জীবনের জন্য ঈশ্বরের মহান পরিকল্পনাকে উপলব্ধি করে ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করেছিল, আজ আমরা কি তার ন্যায় বিশ্বাস ও বাধ্যতার জীবন যাপন করে চলেছি? একমাত্র বিশ্বাস ও বাধ্যতাই আমাদেরকে তাঁর সামনে আমাদের প্রকৃত চেহারাকে দেখতে ও ঈশ্বরের মহত্বকে উপলব্ধি করতে শক্তি, সাহস, ও প্রেরণা যুগিয়ে থাকে।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com